মমতা ব্যানার্জী

নেতাজি

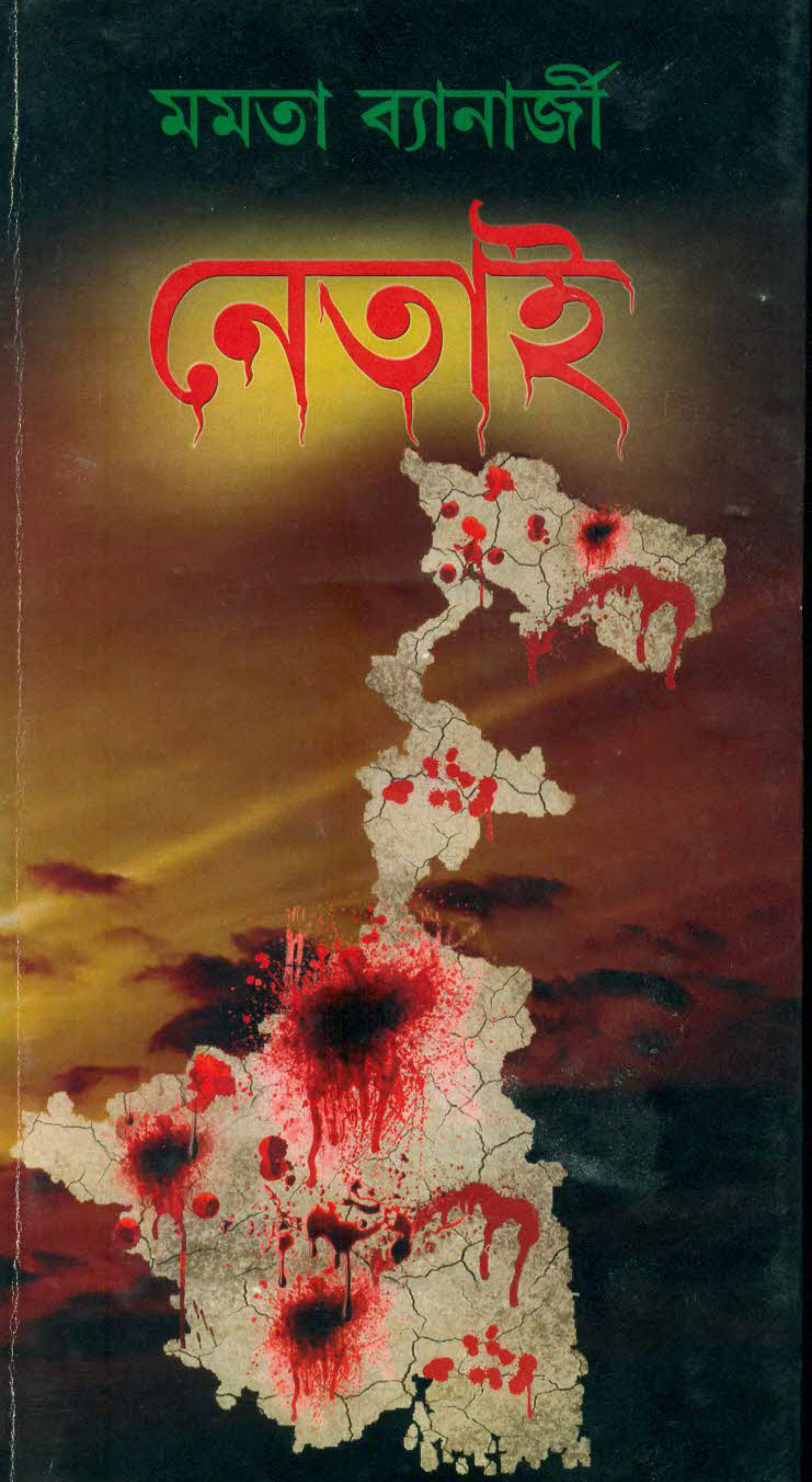

নেতাই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

NETAI
A Collection of Poems in Bengali by MAMATA BANERJEE
Published by Sudhangshu Shekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
₹ 40.00

ISBN 978-81-295-1131-7

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা ২০১১
জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭

৪০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : রাজীব রায় ও শুভাশিস দাস
মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার প্রিয় আজীবন সংগ্রামী
শ্রদ্ধেয়া মহাশ্বেতাদিকে —

লেখিকার অন্যান্য বই

নন্দী-মা
আন্দোলনের কথা
অনশন কেন?
গণতন্ত্রের লজ্জা
উপলব্ধি
জনতার দরবার
মা
জন্মাইনি
তৃণমূল
পল্লবী
মানবিক
অবিশ্বাস্য
ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড
অশুভ সংকেত
একান্তে
শিশুসাথী
আজব ছড়া
সরণী
জাগো বাংলা
অনুভূতি
লাঙল
মা-মাটি-মানুষ
Motherland
Slaughter of Democracy
Struggle of Existence
Dark Horizon
Smile

মাটিতে কেন এত রক্ত? -- ভাবতে ভাবতে কখনও মায়ের কোল, কখনও প্রকৃতির কোল, কখনও বা দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণার জীর্ণ, শীর্ণ, ক্লিষ্ট কিছু বাস্তব ব্যথা ও কথা আমাকে ভাবিয়েছে। সেই ভাবনা থেকে সন্ত্রাসী বাংলা নয়, বাংলার শান্ত রূপ দেখতে এই পথ চলা। এই পথ চলতে চলতে গত দেড় বছর ধরে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পরে এবং তার আগেও অনেক বীভৎস ঘটনার পরে আবার নেতাই-এর ঘটনা। এবং আবার এতগুলি নিরীহ মানুষের মৃত্যু আমার হৃদয়কে শিহরিত করেছে। আর, শিহরিত হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা থেকেই এই ছোট্ট লেখা ক'টি আমি নেতাই-এর সংগ্রামরত মানুষ, যাঁরা জীবন বলিদান দিয়েছেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে, তাঁদের চরণতলে শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করলাম, আমার মনের ভাষায়। এত ছোট্ট সময়ে, এত ছোট্ট কথায়, এত দুঃসহ হৃদয়ে, এত বিরহ ব্যথায় হয়তো যা প্রকাশ করার অবকাশ খুব কম। তবু লেখনী চলে গেলো নেতাই-এর দিকে। নেতাই সহ সমস্ত শহিদদের উদ্দেশ্যে আমার এই ছোট্ট কথা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

বইমেলা	১১
সকাল	১২
ভাইরাস	১৪
হারিয়ে গেছে	১৫
রক্ত মাটি	১৭
ঝিটকার জঙ্গলে	১৮
মৃত্যু	২১
সংকট	২৪
মুক্তি	২৫
ভয় পেয়ো না	২৬
ভাবো	২৮
শুনেছো কি?	২৯
থামবে কি?	৩০
অভিভাবক	৩১
শয়তান	৩৪
ভাঙা আর্শি	৩৫
মগজ	৩৬
জয় বাংলা	৩৭
মায়ের ব্যাথা	৩৮
তেষ্টা	৩৯
যায় আসে না	৪১
২১শে	৪৩
তুচ্ছ	৪৪
উপমা	৪৫
তথাস্তু	৪৭
ছোট্ট মেয়ে	৪৮
পাহাড় কান্না	৫২
প্রকৃতি	৫৪
দাও	৫৭
প্রকৃতি-মা	৫৮
মাটিতে এত রক্ত কেন?	৫৯

বইমেলা

ব্যস্ততম বিকালের
দীর্ঘতম সন্ধ্যায়
জমে উঠেছিলো বইমেলা
বইপ্রেমীদের পবিত্র ছোঁয়ায়।
ধুলামন্দিরের দুর্লভ সন্ধ্যায়
কত মানুষের কাঙ্ক্ষিত আনাগোনায়
কিছু মুহূর্ত দেখা হলো
বইপ্রেমী তোমায়-আমায়।।

সকাল

যখন তোমার ঘুম ভাঙবে
ওটাই তোমার সকাল
যখন থাকবে গভীর ঘুমে
থাকবে মনের আকাল।।

গভীর ঘুমের ঘুম সাগরে
ঘুমিয়ে পড়ে ঘুম
জীবন মাঝে অর্ধ জীবন
ঘুমিয়ে পড়ার ধুম।।

জীবনের মুখোমুখি দ্যাখো
দ্যাখো জীবন দর্পণে
নিদ্রাগত সন্ধ্যাসূর্য
চমকিত হও তপনে।।

কতদিন আর অঘোরে ঘুমাবে
কতকাল আঁখি বন্ধ
বেলপাহাড়ি থেকে আমলাশোল
শোননি কি ? অথবা অন্ধ ?

ভাঙে পাঁজর, ভাঙে পাথর
ভাঙে না কেন এ-ঘুম ?
ক্যানভাসগুলো রক্তে ভেজা
কলম তোমার কেন নিথুম !

হায়নারা সব সন্ত্রাস শিকল
হার্মাদরা যেখানে সম্পদ
রক্তের ঝর্নায় বন্দুক বাঁধ
বুলডোজার রাজাদের মসনদ।।

মাথার খুলির মিউজিয়ামে
নরকঙ্কালের সব দরজা
ঘুমিয়ে থাকো হলদি নদী
জাগলে না ? দেখলে খালি খুনের তরজা।

বছরের পর বছর গেলো
পার হলো কতো বসন্ত
তবুও কেন ঘুম ভাঙলো না
বলো না ? নবদিগন্ত ?

ফিরে এসো ওগো অহল্যা মা
হতভাগা মায়ের সাথে
নন্দীগ্রামের রক্ত আঁচল
আঁখি ফেরাও ফ্যানে-ভাতে।

জাগো জাগো জাগো স্বপ্নভোর
অনেক তো গেলো ঘুমসাগর
জাগো বাংলা জাগো মাটি-মা
আনো মানুষের ভোর।

ভাইরাস

যেন ভূত দেখছে
কথায় বার্তায় অহং-এর তেজ বড্ড বেশি
ধৈর্য-অধৈর্যের বাঁধভাঙা কাশি
মগজে ঢুকে গেছে
ভয় পেয়ে মাথায় ঢুকেছে
ভয়ার্ত ভাইরাস।
মস্তিষ্কে, চুলের ফাঁকে ফাঁকে
ঢুকে পড়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে
সময় পেলো না ঢোকার—।
ভাইরাসগুলো বড্ড দুর্বল
আরও দুর্বল করছে ভাবনা।
ঠাকুমা আর পিসিপিসিরও
হয়েছে বড় ভীমরতি।
নিজেদের মাথার ভাইরাসগুলো
পাঠিয়ে দিয়েছে 'আমরা' দের।
আমড়ার কি আকাল হয়েছে?
ছোট ছোট আমড়াগুলো
কেমন যেন বড় বড়
উচ্চ বীজ আমড়ার ঢঙে
'বাঁই কিরি-কিরি' 'আমরা'তে
পরিণত হয়েছে।
বুদ্ধির কি বাহবা-রীতি!
বুদ্ধির সঙ্কট, মুমূর্ষু তিনি
বিভ্রাটের অশনি সংকেত
ভাইরাসে ছিলো 'ভীমরতি'।
ভীম-রথীদের বাড়ছে গতি
ভীমরতি ও ভাইরাসের
মিলিত শক্তি।
ধৈর্যে সর্বনাশী মরুঝড়
কথা-কথার হাঙর!
মগজে ভূতের নৃত্য
ভূত-ভীমেরা দিচ্ছে
এখন ভাত ঘুম
উঠে পড়লেই - ভাইরাস
জাগিও না 'আমরা'দের
ঘুমোতে দাও
জাগলেই - ভূত দেখবে।

হারিয়ে গেছে !

ওদের পেটে নেইকো ভাত
অথবা বাঁচার আশা
ক্ষুধার্ত ওরা, ভুখা ওরা
দুঃখ ওদের ভাষা।।

ছিলো তো ওদের সব
বুকভরা সুখ সংসার
আজ ওরা কেন সব হারিয়ে
হয়েছে এক অসাড়?

ছিলো তো মৎস্যভরা পুকুর
ছিলো মাঠ ভরা ধান,
আরও ছিলো সব সবুজ
সারি সারি ছিলো তালগাছ।

মাটির চাতালে তুলসীমঞ্চ
উঠোনে ধানের মাচা
আজ কেন ওরা রিলিফ ক্যাম্পে
এর নাম কি গো বাঁচা?

দিনের পর দিন সব হারিয়ে
সন্তানের দেহ চিতায় চাপিয়ে
চলেছে রাতদুপুরে
শ্মশানে অথবা কবরে।।

একই গ্রামে দিনু ও রহিম
থাকতো একসাথে
সবকিছু হারিয়ে ওরা
আজ আর নেই এ ধরণীতে।।

কী হলো আজ আলাউদ্দিনের
কোথায় তারা সব?
শেখ সোনাও যে নেইকো বেঁচে,
তারা এখন সব শব!

খুঁজে বেড়াই মনে মনে
মনটা কাঁদে দারুণ দহনে
হৃদয় খোঁজে শয়নে স্বপনে
ফিরবে না ওরা আর এ জীবনে।।

দেখতে পাবো না আর
ওরা যে আমার আসল মণিহার।
হৃদয়ভরা শোক বাতাসে ভাবি,
ওরা যেন আবার আসে।।

ওদের জন্য কাঁদে আকাশ
কাঁদে পুকুরের হাঁস
গাছপালাগুলো ওমরে গুমরে
দ্যাখো ফেলে নিঃশ্বাস।

মা-বোনেদের রান্না বন্ধ
চুলগুলো এলোমেলো
তাদের বুকফাটা চিৎকার
হার্মাদরা কি শুনলো?

শুনবে-শুনবে-শুনবে বন্ধু
কাঁদে গ্রাম কাঁদে পুকুর ইন্দু
যেদিন থাকবে না বন্দুক-এর দাস
সেদিন তখন শূন্য হাতে ফেলবে দীর্ঘশ্বাস।

রক্তমাটি

মাটিতে এতো রক্ত কেন?
ধুলোগুলো রক্তে ভিজে গেলো যে!
জলের বদলে কি রক্তপান
না খাবার জল এখনও লাল?
কেন বঙ্গভূমি-রক্তভূমি।।
রক্ত কি? এর আবার
কি উন্নততর সংজ্ঞা মা?
রক্ত যোজনা? না রক্ত খাজনা?
ক্ষমতার মোহ রূপবন্যা?
খুঁটি উপড়ে যুদ্ধভূমি!
রক্তে এতো কর্মভূমি
রক্তের গড় কি লালগড়?
রক্তের নাম কি লালগড়?
কে আপন, কে হলো পর!
রক্তপানে কিসের সফলতা
এ কোন সন্ধ্যা-শুভ্রতা?
এ কি সৃষ্টির অগ্রগতি
না বোধোদয়হীনতা!

ঝিটকার জঙ্গলে

ঝিটকার জঙ্গলে...
'ঝিটকার' বলতে বলতে /
শুনতে শুনতে যে শালগাছগুলো
সারি সারি বেঁধে ঘাড় নাড়তো,
তারা তো আজ বেমানান।

শাবল আর কুড়ুলের আঘাতে
তাদের বক্ষগুলো সব বিদীর্ণ।
কান্না যাতে কেউ শুনতে না পায়
তাই ট্রাক ভর্তি করে সেগুলো
দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে বহিরাগতরা।

শাল-পিয়ালের ঝিটকার জঙ্গল
এখন তো ফাঁকা!
কিছু কিছু গুঁড়ি শুধু
বুক বেঁধে চাপা নিঃশ্বাস
নিয়ে দাঁড়িয়ে একা।

যদি কেউ তাদের এই দুর্দশায়
ফণা তোলে, সেই ভরসায়!

বলছে, হাড়-মাস সবই তো নিলে
জঙ্গলের সবুজকে গিলে খেলে
তাতেও হয় না?

বুকে তাদের গভীর ক্ষত
রক্তে জমাট, জমাট মতো
নিঃশ্বাসে সব বারুদ গন্ধ
চোখে সব ধন্দ, সব অন্ধ
জঙ্গল বন্ধ।

ব্যথার জ্বালায় বলছে
আমাদের আর কত বিক্রি করবে?
কত টাকায় বিক্রি করবে জঙ্গল?
প্রকৃতির আঁচলকে কেন করলে খালি?
ভাবছো অর্থের প্রাসাদে যাবে গড়াগড়ি?

এতো সহজ!
প্রকৃতির বন্দুক দেখেছো?
অথবা শুনেছো তাদের শব্দ?
আয়লার ভয়ঙ্করী প্রলয় দ্যাখোনি,
ভয়ঙ্কর মেঘের গর্জনে!

প্রকৃতির বন্দুকের আওয়াজ শোনোনি
দ্যাখোনি গুলি-বারুদ?
দ্যাখোনি ঝড়ের শব্দ
অথবা দ্যাখোনি বরফ গারদ?
ভয়ংকর সমুদ্র গর্জন?

প্রকৃতিকে করলে একেবারে
উলঙ্গ ও নিঃস্ব!
ভাবছো ওরা কী করবে?
আরে ওরাই তো
আজ সব -- সারা বিশ্ব!

কেন্দুপাতা যাদের অলঙ্কার
জঙ্গল যাদের অহংকার
তাদের নাম তো ঝিটকার
'জঙ্গল মহল'!
জঙ্গলের বড়ো অধিকার।

এখন তো ওরা আবার নেতাই!
জঙ্গলের শালগাছগুলো কোথায়?
মানুষকে তুলে চিতায়?
থাকবে আর কোথায়?

আমার নাম, তোমার নাম
নেতাই অথবা নন্দীগ্রাম !
সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র পরিণাম।
ঝিটকার আছে / নেইকো নাম।

জঙ্গল বেঁচে থাক
গাছ নেই গাছড়া আছে
কাঠ গেছে ফুরিয়ে
সূর্য আছে, উঁকি মারছে।
গাছের ফাঁক দিয়ে নয়
একেবারে সরাসরি --
গাছের মাথায় ধাক্কা খাচ্ছে না
সূর্যের তাপ সরাসরি
লাগছে গাছের গোড়ায়,
যে গোড়াতে ভর করে দাঁড়িয়ে
থাকতো শাল-মহুয়া
আজ শুধু গোড়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন
আর শরীর শরীরে নেই।

নামেই 'ঝিটকার জঙ্গল'
কেন্দুপাতার বুকভরা চিৎকার আছে।
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পাতাগুলো ঝরে গেছে
তবে?
নেই-নেই-নেই।

জঙ্গল এখন মরুভূমি
ঝিটকায় দাঁড়িয়ে আছে
জঙ্গল, -- নেই!
জঙ্গলকে হত্যা করা হয়েছে
তার বুক দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে
বিচার চাই
বিচার দাও!

মৃত্যু

মৃত্যুর সর্বগ্রাসী রক্তস্রোতের
কাছাকাছি এসে, জনতার প্রাণ
ঢেউতে --
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো
কতকগুলো অপরিচিত মুখ,
তাদের ভাষা
তাদের প্রতিবাদ --
ফেলে গেলো মনের ওপর
এক গাঢ় ছায়া।
জনতার চোখে জল
রাস্তার ধুলোয় মৃতের খুলি
রক্তের স্রোতে ধুলোগুলো
একেবারে লালে মিশে কালো
কালো চুলের দু-একটা
তার মাঝে উঁকি মারছে।

কী অসম্ভব কালো চুল
যেন কাঁসাই-এর জলে পবিত্র
লম্বা লম্বা চুল
পড়ে আছে আনাচে কানাচে।
জীবন চলে গেছে
কিন্তু কেশাগ্র ছুঁতে পারেনি
সে গর্বের সাথে
রাঙা করছে গ্রামের ধুলো
শরীরটা যার সে তো নেই
সে তো নিথর
গেছে পোস্টমর্টেম করতে।

সকালে যখন গ্রামে দাঁড়িয়ে
ছিলো তারা
তখন কি জানতো এ লড়াই
মৃত্যুর লড়াই?

তেনারা এলেন
তেনারা গেলেন
হুকুম দিলেন
খাটিয়ে নিলেন।
বাড়ির মেয়েরা হলো
সব সেবাদাসী।
সেবা কর,
রান্না কর,
পাহারা দাও
আরও অনেক অনেক
দাও - দাও!
কিন্তু নিও না শুধু মর্যাদা
সব করবো, ধরবো না বন্দুক
প্রতিবাদ এটুকুই।

তবে রে! এতো সাহস?
মানুষের আবার অধিকার?
আমরাই সব, তোমরা কারা?
এতো বড় স্পর্ধা?
চ্যালেঞ্জ হার্মাদদের!
নাও, খেলো বন্দুকের সাথে!

ওরা নিরস্ত্র
আর ওদের হাতে অস্ত্র
চললো গুলি
ঝরলো প্রাণ
কাঁদলো কাঁসাই
কাঁদলো ধান।

পালিয়ে গেলো সব
হার্মাদ শয়তান।
পারলো না পালাতে ওরা...
ওদের মাথার সামনে ফুলের তোড়া
সাদা কাপড়ে শায়িত ওরা
শরীরগুলো সব ঝাঁঝরা।
গ্রামের মানুষ সব
গ্রামে ফিরে এলো
এলো না কিন্তু প্রাণ
নামটা নেতাই গ্রাম
গণ চিতা সব উঠলো জ্বলে
ওরা সবাই গেলো চলে।
সূর্য গেলো অস্তাচলে
হাহাকার করে গ্রাম।।

লালগড়ের ধুলোতে নেতাই
জ্বলছে গণহত্যার চিতায়।
গণ হাহাকারে গণতন্ত্র
বন্দুকের নেতা হার্মাদতন্ত্র
লজ্জা শুধু মুখ লুকায়।

সভ্যতার এক সংকট ছায়ায়
ঝিটকার জঙ্গল কাঁদে
কাঁদে লালগড় - জঙ্গলমহল
কাঁদে জনতা কাঁদে
আর নেতাই আছে রক্ত রৌদ্রে।।

সংকট

সভ্যতা এক সংকটে দাঁড়িয়ে
প্রশ্ন আসছে মনে,
কতদিন আর অসহায় মানুষ
কাঁদবে ঘরের কোণে?

বিচারের বাণী আর কতকাল
থাকবে গো উদাসিনী
কেন কেন আজ শুধু মরীচিকা
উদ্ধত বেগ হানি!

কেন আজ মোর চিত্ত উদাসী
কেন সভ্যতার লজ্জা
কেন বন্ধু শ্বেত প্রভাতে
বুলেট পেতেছে শয্যা!

কেন আজ মোর মায়ের মুরতি
কালো চন্দনে ভরা
কেন আজ শুধু স্মরণ বেদনায়
সরণীতে হলো খরা!

কেন কেন শুধু মৃত্যু গহন
জরাজীর্ণ সব ভোর
মুক্ত করো মুক্ত করো
মত্ত বর্ষা - রক্ত ঘোর।।

মুক্তি

ঝরছে রক্ত
বাড়ছে মৃত্যু
কাড়ছো জীবন
দুঃখ ভুবন
সন্ত্রাসী প্লাবন।।

সংকটে শ্রাবণ
কান্নাতে আশ্বিন
শোকের রৌদ্র
কান্নাতে অঘ্রান
রক্তাক্ত দংশন।।

চলছে গর্জন
বুলেট অর্জন
ছুটছে কামান
জ্বলছে শয়তান
বন্ধন - ক্রন্দন।।

কিসের অন্বেষণে
আজ মৃত্যু আমন্ত্রণে
ভাবছি অনুমানে
কুহেলিকা সমীরণে
মুক্ত করো শ্রাবণ।।

ভয় পেয়ো না

ভয় পেয়ো না মা
ভয় ভেবো না মা
তোমরা করেছো জয়!
বন্দুক গর্জনকে স্তব্ধ করে
ভেঙেছো মৃত্যুভয়।।

ঈশান কোণে ওগো অভিমানিনী
হে মোর ধরণী
চাঁদিনী যামিনী
অরণ্যের ছায়ায়
তুমি তো গরবিনী।।

চোখের তৃষ্ণা, অন্তরের চেতনা
জয় করেছো সব ব্যথা-বেদনা
তোমরাই তো আসল মানুষ
ভয় পেয়ো না মা
তোমাদের কেউ ভুলবে না।।

মুখ আর মুখোশকে
বাজেয়াপ্ত করে
সত্য দেখালে পথ
তোমরাই তো জন্মদাত্রী
দেশের ভবিষ্যৎ।।

জন্মভূমির জননী মোদের
ধন্য মোদের মা
তোমাদের ছাড়া মুক্তি আসে না
তুমি তো মোদের মা
তুমি মাতা, তুমি কন্যা।।

তোমরাই গড়বে শান্তি সকাল
দুপুরে আনবে স্বস্তি
ধানের ক্ষেতে পড়ন্ত বেলায়
আনবে তোমরা মুক্তি
ভয় পেয়ো না ধরিত্রী।।

ভয় পেয়ো না মা
ভীরু ভয়, ভয় হয় না
ভয়ে ভয়ে মরা জীবন যন্ত্রণা
ভয় জীবনের ক্ষয়
ভয়কে করো গো জয়।।

ভাবো

সন্ত্রাসে বিষণ্ণ বাগদত্তা
আকাশে বিষণ্ণ মেঘ
বর্ষায় বিষণ্ণ রাস্তার ধুলো
সমুদ্রে বিষণ্ণ ভেজা তুলো।

ধানের গোলায় বজ্রপাত
মানুষের ঘর উজাড়
ক্ষেতের ওপর কালো নিশানা
কোথায় শান্তির পাহাড়?

বসন্তের বর্ণে দীর্ঘশ্বাস
মুমূর্ষু বর্ণের ফুলবাগিচা
ঘন অরণ্যে আগুনের ছাই
জ্বলনে বিধ্বস্ত করমচা।

উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস
চোখের তারায় ক্লান্তি
শীতের ঝরাপাতার নিঃশ্বাস
হাজারবার কাঁদো শান্তি!

খাঁচায় বন্দী সবুজ ফসল
নিষ্ঠুরতায় নির্মমতার গন্ধ,
বাগদত্তা বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
সন্ত্রাসে হয়ো না স্তব্ধ।

শীতের কাঁপনে আগুন তুফান
গাঁথো বসন্তের মালা
কৃষ্ণচূড়ায় সাজিয়ে তোলো
তোমার জীবনের ভেলা।

শুনেছো কি?

শুনেছো কি রাতের প্রলয়ে
অঘোরে ঘুমায় মেঘ
কী জ্বালা?
অশ্রুধারাতেও মেটে না
তৃষ্ণার তৃষিত ধূলি
বলে পালা!
ক্লান্ত পাখির অলীক কাহিনী
আকাঙ্ক্ষা পাখির বাসনা
জল ঘোলা!
নাগাল পাবে না আলগা
বাসাগুলো বড্ড উঁচুতে
প্রলয় ঝালাপালা!
দেখেছো কি অনাহারে লুকিয়ে
যাওয়া অনাহারের হাড়গুলো
শুষ্ক নিরালা!
দেখেছো কি মৃত্যুর মিছিলে
বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হাহাকারের
সাদা মালা!
শুনেছো কি বিষমদের কান্না
রক্তের ধমনীতে মদ তাণ্ডব
বোবা-কালা!
দেখেছো কি অস্তিত্বের রক্তিম পথ
রক্তভেজা মাঠ-ঘাট-প্রান্তর
সারা বেলা!
জেনেছো কি বুভুক্ষু মানুষের
পেটে হাহাকারের তৃষা
অবহেলা!
বুঝেছো কি জীবনের দাম
আর মৃত্যুর অজানা ঠিকানা
পান্থশালা!
দেখেছো কি কালো পর্দার রাত্রি?
সরিয়ে দাও দেখবে সকাল
ভোরের আলো!

থামবে কি ?

ব্যস্ততম পথ কি বড্ড দীর্ঘ ?
মনে হয় তাই
তবে
মাঝে মাঝে ফাঁকি দিলে
ক্ষতি কি ?
লাভ-লোকসান কি শুধু বাণিজ্যিক ?
সামাজিক নয় ?
আছে আছে—
বইকি ?
জীবন গাড়িটার স্টপেজ কোথায় ?
রাতে শুধু ঘুম
মানে স্টপেজ রাত
গন্তব্য কি ?
চোখটা ভীষণভাবে জ্বলছে
ঠাণ্ডা জল দাও
সবুজ ক্ষেত দেখলে
ভয় কি ?
মাথাটা কেমন স্যাঁতস্যাতে
বুদ্ধিটাও কেমন ভোঁতা ভোঁতা
সমুদ্রের ঢেউ
ন্যাখো কি ?
কানটা বড় ঝালাপালা
মাঝে মাঝে তালা
মানে কালা
শোনো কি ?
মনের ক্ষুধাতে হৃদয় ভারাক্রান্ত
বড্ড ক্লান্ত ভুবন
ছোট্ট একটু থামলে
দোষ কী ?
একটু না থামলে একেবারে—
চোখ ভরে দেখবে কি ?
জীবন তো থামবে
তুমি থামবে কি ?

অভিভাবক

বেঁচে থাকতে খোঁজ রাখেনি
মৃত্যুর পর আবির্ভাব অভিভাবক
সম্পত্তির ভাগ নিতে ভাগ্যবর বরেণ্য
হঠাৎ পরিবারক ?।

কত জল তটিনীর উজ্জয়িনীর নভোতল
সম্পত্তির সাগরে অশ্রুসাগর।
না-না-বেঁচে থাকতে কেউ দেখেনি
তার কোনও সম্পত্তি তো নেই
তবে কেন ? কেন খোঁজ রাখবে ?
সে তো ছিলো হতদরিদ্র —
দুমুঠো অন্ন তো তার দুরন্ত
পেটের জ্বালায় তো সে জবুথবু
অন্যের খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতো।
কারণ সে তো ছিলো
দোকানের একজন
ছাপোষা কর্মচারী।
দোকান থেকে যখন তৈরি খাদ্য
কেউ কিনতে আসতো
তখন সে থাকতো অপলকে তাকিয়ে
চেহারা দেখতো - গন্ধ আসতো
কিন্তু স্পর্শ করার অধিকার তার নেই
কারণ সে তো ভিখারিনিও নয়
যে ভিক্ষা চাইবে।

একদিন কিন্তু সে সমাজের একজন মানুষ ছিলো
সব হারিয়ে সে আজ শিকার হিংসার।
সংসারের সবাই হারিয়ে গেছে
বেঁচে আছে সে।
নেইকো দাম তার।

একদিন সংবাদ শিরোনামে বেরিয়েছে তার কথা
সে নাকি দিয়েছে সন্ধান
তার একটা ছোট্ট খবরে
বেঁচে গেছে অনেক প্রাণ।
কিন্তু কেড়ে নিয়েছে তার
আদরের সন্তান।

একদিন তার সন্তান কেঁদে কেঁদে
যখন ক্ষুধায় লুটিয়ে পড়েছে
রাস্তায়। তখন তার কাতর আবেদনে
কেউ সাড়া দেয়নি।
চলে গেছে জীবন --
ঝরে গেছে প্রাণ!

আজ হঠাৎ এতো লোকজন! সংবাদ
মাধ্যম, সরকারি-বেসরকারি অর্থ
সবাই নাকি গর্বিত তাঁর সন্তান-এর জন্য।
অনেক অভিভাবক এসেছেন
যারা দূর থেকে চোখাচুখি
করতে পেতো ভয়, পালাতো লুকিয়ে।
আজ নাকি তাঁরা আত্মীয় পরমে পরম
দায়িত্ব নিতে এসেছেন তাঁরা
পোড়া কপাল!
কার?

যিনি সব হারিয়ে বাকহীন
একদিন যার কাটতো গ্রামে সুখে দিন।
আজ তার সব চলে গেছে
বাঁচার ইচ্ছেও ক্ষীণ।
সামনে পড়ে রয়েছে সন্তান
সে অঘোরের ঘোরে
সাড়া দেয় না।

অভিভাবকরা বলেন
চলুন আমাদের আশ্রয়ে
কেউ তো আর নেই
থাকবেন কোথায়?
আমরা সব দেখে দেবো
কী দেখে দেবে?

এখন তো সাহায্যের অর্থের প্রাসাদ
যার জন্য এতো অর্থ এলো
সে হয়ে গেলো অনর্থ।
এতো টাকা? দায়িত্ব নিতে
এগিয়ে এসেছেন অভিভাবক
কত কান্না-কত সান্ত্বনা।
বেঁচে থাকতে যাদের দেখা মেলে না
তারা অভিভাবক!

জীর্ণ-শীর্ণ শরীরে বলেন অভিভাবক
অস্ফুট কণ্ঠে
চাই না-অর্থ চাই না
অভিভাবক চাই না
যাও-যাও-যাও
আমাকে রাস্তায় থাকতে দাও
নিদ্রাগত আমার স্বপন
অর্থ-অভিভাবক চাই না চাই না।

চাই-মৃত্যুর স্পর্শ।
আমার মৃত্যুর পর
কোনও অভিভাবক যেন না ছোঁয় আমার
মৃতদেহ --
না, একেবারে নয়!
ছুঁলে আমি হয়ে যাবো অপবিত্র
কারণ, ওটা আমার মৃতদেহ
ওটায় আমাকে একা থাকতে দাও
আমি ওতেই পবিত্র, সমাহিত।

শয়তান

জব্দ করবে কাকে ?
যার নেই কোনও পিছুটান
স্তব্ধ করবে কাকে ?
নেই যার ধন-মান ?

অর্থ অলিন্দে যাদের বাস
তাদের জীবনে-জীবনটা ভোগ-বাস
গোবরে পদ্ম, গড়ে ইতিহাস
সাহসীরা গড়ে সৃষ্টির বারোমাস।।

সন্ত্রাস সুখের সৃষ্টি উল্লাসে
বধ্যভূমির আবদ্ধ আকাশে
রক্তনদীতে যখন মানুষ ভাসে
শয়তানরা তখন আহ্লাদে হাসে।।

সোনার কাঁকই-এ আঁচড়ে চুল
ভাবে যারা জীবন সোনার ফুল
ভাঙবে তাদের ভাঙবে ভুল
যখন দেখবে সামনে সরষে ফুল।।

ভাঙা আর্শি

তোমার আর্শিটা ভেঙে গেছে
ভাঙা আর্শিতে তোমার চেহারাটা দু-টুকরো
দাঁত-এর মধ্যে দাঁত ঢুকে গেছে
নাকটা একেবারে পাঁকাল মাছের মতো
ঠোঁটগুলো একেবারে টসটসে পচা কুমড়ো
চোয়ালটা যেন একেবারে বোয়াল,
দেহটা হয়ে গেছে একেবারে ময়াল।

দ্যাখো-দ্যাখো বারবার দ্যাখো
দেখিনি বলবে না কখনও।
তুমি তো দেখছো সবার অজান্তে
লুকিয়ে ছুপিয়ে তোমার দর্পণে
তোমার চেহারাটা ক্ষমতার আস্ফালনে
অহংকারের দম্ভে শাসনে ও শোষণে
অশান্ত কুৎসিত আচরণে গোপনে
দেখেছো নিজেকে বার বার
আবার দ্যাখো তো বন্ধুবর !

জীবনটা তোমার শুকনো মরু
হৃদয়টা একেবারে গণ্ডার কুরু
দর্পণ চেতনা ওটা গর্জনে গুরু গুরু
অতি দর্পে তুমি বন্দুক ভীরু
তাণ্ডবোচ্ছ্বাসে তুমি ধ্বংস মেরু
তুমিই তোমার শেষের শুরু।

মগজ

মগজে তোমার মরুভূমি
কয়েকটা শুকনো ডাল
নেই কোনও পাতা
নেই কোনও ভাষা
শুকনো ডালে তুমি কারফিউ লঙ্কা।

তোমার মনসমুদ্রে নেইকো বাতাস
দোলা দেবে কে?
না আছে বিবেক
না আছে আবেগ—
অক্সিজেন লবডঙ্কা।

তোমার চোখে শুধু তৃষ্ণা
স্রষ্টা তো শুধু নিদ্রায়
ঘুম ভাঙাবে কে?
তুমি দিশাহীন দিশা
চেতনাহীন আশঙ্কা।

গতি তোমার শব্দ
তুমি নিজেতে রুদ্ধ
ভাষাতে নেই শব্দ—
ভাবনাতে তুমি জব্দ—
চেতনাতে বাকরুদ্ধ।

মগজটা যদি হয় উন্নত
তবে তো উদ্ভাসিত
আর অনুর্বর মগজ
একেবারে লজ্জিত
মগজে মরুভূমি মরুচ্ছাসিত
লজ্জাবতী লজ্জাশঙ্কা।

জয় বাংলা

তুমি "চাঁদ"?
না, তুমি একটা জ্বলন্ত আগুনের ঢেলা?
দূরের আকাশ থেকে এমন করে ডানা মেলেছিলে....।
মনে হলো যেন — আগুনের পাখি
এগিয়ে আসছে আমার আঁখি বরাবর।
হঠাৎ দেখলাম, ভাবলাম,
পরক্ষণেই মনে হলো— না,
এটা সত্যিই আকাশের চাঁদ।
যেন নবরূপে, নবপ্রাণে আবির্ভূত।
তবে কি সদ্য তোমার সকাল হয়েছে?
সদ্য ঘুম থেকে "ফুটন্ত সকালের উচ্ছ্বসিত কন্যা"
তোমার এ রূপের ছটা বেরিয়েছে?
অথবা খুব রেগে আছো?
আমাদের মাটির পৃথিবীর ওপর?
তাই রাগে গর্জাতে গর্জাতে
তেড়ে দৃষ্টি মেলেছো আমাদের দিকে
যেন তোমার তেজে
অপছন্দের মানুষগুলো ভস্ম হয়ে যায়?
বুঝলাম না কোনটা ঠিক?
আর
কোনটা বেঠিক।
তবে চলতে চলতেই কলমটা
তোমার দিকে আবার তাকালো
দেখলো, লাল আগুনের রঙটা
হঠাৎ আবার একেবারে সাদা হয়ে গেছে।
তবে কি আমাদের চোখে যেমন "জয় বাংলা" হলে চোখটা লাল
হয়ে যায়,
লাল হয়ে যায় জল পড়লে, ধুলো বালি পড়লে,
তেমন তোমার চোখে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মতো "জয়বাংলা"
হয়নি তো?

মায়ের ব্যথা

নন্দী মায়ের চোখে আমি
দেখেছি ভরা আষাঢ় শ্রাবণ
নন্দীগ্রামের শিশুর চোখে
দেখেছি বিষাক্ত কেমিকেল দহন।
নন্দীগ্রামের বোনের চোখে
দেখেছি প্রতিরোধের আগুন।
নন্দীগ্রামের ধূলিকণার সাথে
বসন্তে রক্তের ফাগুন।
দেখেছি সেখানে ভায়েদের চুলে
কালবৈশাখীর ঝড়।
হলদি নদীর স্রোতে দেখেছি
শবদেহের কুৎসিত বহর।
দেখেছি বোনেদের সাদা-কালো চুলে
অশান্ত মেঘকন্যা কিঙ্করী।
দেখেছি মাঠের ধানের শিষে
নিদ্রাতুরা ভূমির কাদম্বরী।
দেখেছি অনাদরের আঘাত কাঁটায়
বাঁধনহারা তাণ্ডব।
দিনের পর দিন আন্দোলনে
দেখেছি সাহসিকতার গৌরব।
সার্থক তব গণসংগ্রামের
সার্থক এ-ভূমির প্রাণোচ্ছাস।
নীরবে নিঃশব্দে ধৈর্য সহনের
সৃষ্টি হলো এক ইতিহাস।

তেষ্টা

বড্ড তেষ্টা
পিপাসার্ত আর্ত
অনেক মানুষ
জল চাই ওদের, জল
জীবন জল, জীবন জল।

নেই নেই
জল নেই
সবুজ নেই
প্রকৃতি নেই
নেইকো বাতাস
নেইকো প্রশ্বাস
নেইকো নিঃশ্বাস

ভাবছো তুমি
ভাবনায় মরুভূমি
যেদিকে তাকাই
মনে পড়ে শুধু
তেষ্টা তেষ্টা তেষ্টা
জীবন যাচ্ছে, জীবন দাও!

পিপাসার্ত ধরণী
পিপাসার্ত সরণি
আর্ত বঙ্গ জননী
তৃষ্ণার্ত সভ্যতা
ক্ষুধার্ত মানবিকতা
লজ্জিত আমাদের মাথা
কথায় বড় ব্যথা!

নেই নেই নেই
স্বস্তি নেই
দিশা নেই
ভাষা গেছে হারিয়ে
শূন্যতা হেথায় বৃথায় ভরে
সব বেদনা ছাড়িয়ে
ভাবনার আকাল
সকাল বিকাল
চেতনাতে শুধু ভাদ্র
বেদনার গঙ্গা শুকিয়ে গেলো
যমুনা হয়েছে আর্দ্র।

তবুও এসো শান্তির আলো
শুভ্রতা এনো সাজিয়ে
তুচ্ছ 'নেই' কে দূরে ঠেলে দাও
নবরূপে দিয়ো জাগিয়ে।।

যায় আসে না

আমি তো সেরা বহুরঙিন আসবাব নই
আমি এক সামান্য মানুষ।
হতে চাই খুব সাধারণ
অতি সহজ সরল হীন-দীন।

সেরার সংজ্ঞা কি মুষ্টিবদ্ধ হাত
অথবা জৌলুস সাথ
আঁধার রাতেই স্বপ্ন জাগে
মানুষই সেরা ভবিষ্যৎ।

চাই না তো আমি প্রশংসা বাণী
অথবা লোকদেখানো প্রচারের ঢেলা
যতোটুকু পারি ততটুকুই সম্পদ
বিশ্বাসযোগ্যতায় মন ভরা।

চাই না তো কোনও আত্মতুষ্টি
অথবা ক্ষমতার পুরস্কার
মানুষের বিশ্বাস-এর থেকে বড় পুণ্য
জীবনে নেইকো দরকার।

যতটুকু জীবনে প্রয়োজন
ঠিক ততটুকুই থাক আয়োজন
তার বেশি কী হবে মাগো
জীবন স্বল্পস্থায়ী বাতায়ন!

দু-মুঠো ভাত আর একটা আশ্রয়
এটুকুই জীবনের সাশ্রয়।
এর বেশি কী আর হবে?
তবে কেন ক্ষমতার প্রশ্রয়?

দু-মুঠো ভাতের দাম যারা দিলো না
যারা দিলো না বিশ্বাস-এর মর্যাদা
তাদের কাছে কিছু আশা করা
না হয় উচিত
অথবা মন খারাপ
করা সর্বদা।

নিজের কাজ নিজে করে যাও
কে কী বললো যায়-আসে না
নিরপেক্ষতা আজ ব্যবসা ও ক্ষমতা
অর্থ ছাড়া ওটা বর্ষে না।

কোনও ব্যঙ্গ কুৎসাতে থেমো না
এগিয়ে যাও
পথ দেখাও
চলতে ভয় পেয়ো না।

২১শে

ভাষা আন্দোলনের রক্তে রাঙা
২১শে ফেব্রুয়ারি
ওটা কি ভুলতে পারি?

বেঁচে থাকো ২১
আমাদের ২১শে ফেব্রুয়ারি
তোমায় ভুলতে নারি।

ভাষার মাঝেই-ভাষার বাঁধন
ভাষার ভাষায় জীবন চেতন
ভাষাই মোদের মা।

নিজের ভাষায় কথা বলে
হৃদয়টা যেন যায় গো দুলে
ওটাই নিজের বাসা।

ভাষার চেতনা ভাষার মঞ্জরী
রবীন্দ্র-নজরুলের বঙ্গ সুন্দরী
যেন ভাষা ললনা।

অনেক ভাষায় কথা বললেও
সব ভাষাকে ভালোবাসলেও
মাতৃভাষা ভুলি না।।

ওটাই আমাদের সুপ্রভাত
ওটাই ভাতঘুম
শুভসন্ধ্যা-শুভরাত্রি হয়তো প্রতিদিন।

সূর্য সৌরভ সূর্য গৌরব
সূর্যাস্তের লাল আভায় আকাশ
ভাষার মতোই বাতাস।

যতদিন বাঁচবো ততদিন বলবো
মাতৃভাষাকে প্রণাম
আর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সালাম।

তুচ্ছ

হ্যাঁ, আমি বড় তুচ্ছ
কিন্তু ভালোবাসি ময়ূর পুচ্ছ
দোলের দোলনায় তৃষ্ণায় স্বচ্ছ।

হোলির রঙিন রঙ তুফান
জীবনে নূতনের আহ্বান
বসন্ত তো নবীনের দান
জাগো, জাগাও মানব প্রাণ।

কচি পাতার কচি কাঁচা
পদ্মপাতার জলে সুরে বাঁচা
সুরের দিগন্তে শব্দ আঁচা
বসন্ত সকালে আচ্ছা চাঁপাগাছা।

শুষ্ক ডালের কচির ছোঁওয়ায়
আমি তো থাকি খোলা হাওয়ায়
আমি তো তুচ্ছ নদী নালায়
তুচ্ছ, থাকি তাই কচুরিপানায়।

আমি তুচ্ছ তাই তুচ্ছ জীবন
দোলের ফাগুনে দোলায় জীবন-মরণ
পৃথিবীটা আমার বড় আপন
ওরে বিহঙ্গ, বসন্ত তোর ইন্ধন।

উপমা

চৈত্র চিতির চৈতন্যোদয়—
হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াও
দেওয়া নেওয়ার লিস্টটা
আগে তো গোছাও।।
দ্যাখো তো কারা কারা
হয়েছে লাইনচ্যুত?
সামলাও তাদের আগে
ওদের করোনা বিব্রত ।।
খোঁজ নাও কী চায়
কোথায় কাদের টিকি
পরিকল্পনার গবেষণায়
বাঁধো ওদের টিকি।।
মাত্র তো কয়েকটা মাস
মাংসপেশীকে মশলা দাও
যা আছে অর্থভাণ্ডারে
সব হরিলুট দাও।।
সব হয়ে যাবে তথাস্তু
বাস্তবের শিলনোড়া
হলুদ বাটো
কিন্তু হয়োনা হলুদ মোড়া।।
বাসনা-বসনে হায়নার চোখে
ক্ষমতা হারানোর ব্যথা
বিরুদ্ধবাদীদের কোণঠাসা করতে
চলছে চাঁদির মালাগাঁথা।।
প্রথম প্রথম চমকানি
চমকের চেয়েও চমকে
তারপর সব কেমন নিশ্চুপ
থমকে গেলো ধমকে
স্তব্ধ চোখে তেজস্বী ঘোড়া
অপলক চোখে ভাবে

কী হবে আর ঘোড় দৌড়ে
স্বার্থ সিদ্ধি হবে?
স্বার্থ সিদ্ধির সব সিদ্ধিই
যদি ঘরে এসে যায়
তবে তো ব্যক্তির পোয়াবারো।
লড়াই করে কী হবে?
বারোমাস্যার কিছু সর্বনাশারা
পরিকল্পনার ফাঁদে পড়ে—
চোখে দেখেও না দেখার ভান
গ্লাসের জলে ঘোরে।।
তাত্ত্বিকদের সব তত্ত্বকথা
এখন শপিং মলের পনিটেল
ভাষার বিশারদদের বড় খোরাক
এখন বিজ্ঞাপনে অঢেল
প্রতিবাদের বিরূপ প্রতীক
প্রতিরোধকে ব্যঙ্গ করে
নিজে কি পেলো সেটাই দেখার
মানুষ যাচ্ছে মরে।।
এহেন জগৎ
এহেন সমাজ
এহেন ব্যক্তিগণ
স্বার্থের চূড়ান্ত নিদর্শন
বিনা পয়সায় প্রচার
বিনা খাটুনিতে অর্থ জোগাড়
বীণার বিনেতে বীণা
এহেন স্বার্থের নমুনা
বীণাপাণি বাজাও বীণা
দেখোতো তোমাকে যায় কি কেনা?
যদি তাতেও না হয়
তবে গচ্ছিত ধন
তুমি বিদায়
নরক মন।।

তথাস্তু

চেতনার প্রত্যুষে তথাস্তু মুনি
পুচ্ছটা উচ্চে ধরে
ময়ূর কিঙ্করীর নৃত্যনাট্য।
শ্বেতচন্দনের মাঝে
ছোট্ট একটা টিপ
কচি একটা নকল হীরে।
অঙ্কুরের সবুজ থেকেও সবুজ গঙ্গাফড়িং
ইনিয়ে বিনিয়ে উঁকি ঝুঁকি
সূর্যমুখী ফুলগুলো ল্যাজ তুলে নাচছে
ঝিঁঝি পোকার ঘ্যানঘ্যানানি আলোতে
দূর থেকে ভেসে আসে ঘন্টা
আওয়াজটা কী মিষ্টি
ছন্দটাও আহ্বানের
তবে কি নূতন আসছে?
মহর্ষি বাল্মীকি রামনাম জপছে—
পাপের পাপাচারে পেঁপেও তেতো
প্রতিকারে প্রতিপক্ষ ল্যাংড়া
ডুগডুগির চামড়াটা গেলো ফেটে
ধুতির কোঁচাটাকে কেঁচোতে ধরেছে
কিচির-মিচির বসন্তের কোকিল
কুহু-কুহু-আহ-আহা
শঙ্খচিলের সাথে বাহা
উর্বশী-অনন্যা করে উপাসনা
হে মাতা, হে কন্যা
সয় না যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা
তথাস্তু মুনি বলো না?
কেটে যাবে ভয়
থেমো না-থেমো না-থেমো না

ছোট্ট মেয়ে

সৃষ্টিমাঝে আবাহন গীত
ঊষার লগ্নে শিখর চূড়া
শিহরিত ও উচ্ছ্বসিত
উচ্ছ্বাসে আশ্বস্ত নদীর ঝর্না
ফল্গু নদীর ফাগুন বেলায়—
বিয়াস-রিয়াসের বাতাসি মেলা
ডাকছে ঝর্না মধু-মিতালিতে
আয়রে ভাসিবি আয়।
ছুটে এলো এক ছোট্ট মেয়ে
চুলের ধারা তার মুখ বেয়ে
চুপি চুপি ওঠে পাথরে
তারপরে হাসে অট্টহাস্যে
বলে, ফল্গুধারা ও ফল্গুধারা
তুমি কেন ঝর্নাকে করছো তাড়া?
এতো তাড়াতাড়ি কেন বয়ে যাও
সূর্য তো যাবে অনেক পরে
আমি তো একটু বসবো;
তোমার স্রোতে ধাক্কা দিও না
আমাকে একটু বসতে দাও,
আমি নুড়ি কিন্তু কুড়োবো
জানো তো মার খুব ক্ষিদে পেয়েছে;
ঘরে তো খাবারে টান,
নুড়ি পাথর কুড়িয়ে তা দোকানে দেবো
যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়।
হঠাৎ ধাক্কা দিও না
আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলো না
আমি বড় ভয় পাই

এখানে তো আমি একা
আর তো কেউ নেই
তুমিই আমার সব - ফল্গুধারা
আমার সাথে কথা কও।
জানো তো আমার কোনও বন্ধু নেই,
তুমি কি হবে আমার বন্ধু?
তোমার কাছে রোজ আসবো
বসবো তোমার কোলে
তোমার স্রোতেই খেলবো খেলা
মাকে আনবো তোমার ঘরে।
দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো
সূর্যিমামা ডুবি ডুবি হলো
হঠাৎ দেখে সে গর্জন
বুঝতে পারে যেতে হবে ফিরে
এটা ফল্গুধারার তর্জন।
শাসন কণ্ঠে বলে ফিরে যা, ফিরে যা
আবার আসবি কাল সকালে।
ছোট্ট মেয়েটি বুঝতে পারে
ফল্গুধারা তার বন্ধু
আর যদি না হতো
তবে বকবে কেন?
কেন করবে শাসন
কেনই বা এতো গর্জন?
সময় মতো মনে করিয়ে দেয়
এবার যাওগো ঘরে।
ছোট্ট মেয়েটি ফিরে যায় ঘরে।

আবার আসে পরের দিন সকালে
দেখে বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে
আর পাথরটা ডুবছে জলে
কেমন যেন নিস্তব্ধ সকাল
সে কেঁদে ওঠে একনাগাড়ে।
চিৎকার করে বলে—
ফল্গুধারা তুমি কি করেছো আড়ি ?
আমার সাথে বন্ধুত্ব করেছো
ভুললে কি করে এতো তাড়াতাড়ি ?
জানো তো, মার শরীরটা খারাপ
আমিও খাইনি দুদিন
বলতে পারো 'বন্ধু'?
কবে আসবে সুদিন?
খেতে দেবে কিছু ফল্গুধারা
বড্ড খিদে পাচ্ছে
কিছু তো নেই পাথর ছাড়া
পেটটা ছটফট করছে।
হঠাৎ এলো বরফ বৃষ্টি
হাতে ধরলেই বরফ নুড়ি
ছোট্ট মেয়েটা হেসে বলে ওঠে
বন্ধু, এই খাবার আমার জন্য
তুমি পাঠিয়েছো তাড়াতাড়ি।
হাতের বরফ মুখে গললো
একটার পর একটা
বরফ খেয়ে সে পেট ভরালো

বাড়ি ফিরেই মায়ের মুখে
সেটাই ঢুকিয়ে দিলো
জল তেষ্টায় মায়ের বুকটা
শুকিয়ে হয়েছিলো কাঠ
তবুও একটু জলের ছোঁয়ায়
তার জীবনে এলো স্বাদ।
আস্তে আস্তে ছোট্ট মেয়েটি
মাকে 'চুমা' খেয়ে বলে
মাগো, মাগো বন্ধু পেয়েছি
চলো, এখান থেকে যাই চলে
শীর্ণ শান্ত 'মা' তাকে বলে
চল-চল তাই যাই
এ পৃথিবীতে প্রকৃতি বন্ধু
চল, নদীর কাছে যাই।
ফল্গুধারার বন্ধুত্বে তারা নূতন স্বপ্ন দেখে
বালির চরে ঘর বাঁধে তারা
ওখানে থাকে এক সাথে।
অনেক মানুষ অনেক সময় ফল্গু দেখতে আসে
তাদের থেকে সাহায্য পেয়ে
মা ও ছোট্ট মেয়েটি বাঁচে
ফল্গুধারাই তাদের জীবন
স্রোতের কোলে আশ্রয় --
এই ভাবেই নদীকে ভালোবেসে
তাদের জীবন হয়েছে সাশ্রয়।

পাহাড় কান্না

শুনেছো কি পাহাড়ের বুকভরা কান্না
অথবা পাহাড়কন্যার
রিক্ত নিঃশ্বাস!
সবাই আমরা ভাবি পাহাড় দ্যাখো
কত সুন্দর
কখনও কি ভেবেছি যে পাহাড়েরও
প্রাণ আছে।
ওরাও কাঁদে, ওরাও হাসে,
ওরাও শিশিরে ভাসে
পর্বতের গুহার আঁধারে গুহা তো
গর্জন করে
পর্বতের মাঝারে ঝর্নার ধারায় পর্বত
স্নান সারে;
শীতের কনকনে ঠাণ্ডার আঁধারে
বরফের জামা গায়ে
পর্বতকন্যা শান্তি পায়
সাদা চাদরে শরীর ঢেকে।
তৃষাতুর সৃষ্টির তৃষিত ঘ্রাণে
কম্পনে পাহাড় চমকায়।
সূর্য ও চাঁদের উভয়ের ঝিলিকে
পাহাড় কন্যা আবার ধমকায়।
পাহাড়ের বুকে ঝর্নার স্রোত
যেন গলায় মুক্তোর মালা
সবুজের বনবীথির সবুজালয়ে—
ফুলে ফলে ভরা বেলা।
পাহাড় কন্যা কখনও হাসে
যখন পড়ে সবার নিঃশ্বাস
কিন্তু পাহাড় কন্যাও কাঁদে
পড়ে যখন দীর্ঘশ্বাস।

মুখ লুকিয়ে একান্তে কাঁদে
আমরা শুনতে পাই না।
সৌন্দর্য শুধু ভোগ করি মোরা
শুনি না ওদের যন্ত্রণা
তাই তো পাহাড়ও নীরবে
ফেলে চোখের জলের মূর্ছনা।
দুঃখ তোমার আমার সবার
প্রকৃতি মোদের বড়মা।
সাঁঝের নিঝুম নীরব নিশীথে
গুহা-গহ্বর যায় পরমা।
তবুও থামে ক্লান্তি
নিদ্রায় আসে শান্তি
রোদ-জোছনায় আয়না
পাহাড় যেন কাঁদে না।
নদীর স্রোতে পাহাড় ঝলমল
রোদের তেজে কলেবর
বর্ষার জলে বর্ষিত ঝর্না
পাহাড়ের গায়ে টলটল।
পাহাড় কন্যা তখন নেই কান্না
গরবে গরবিনী
মানুষ বিনা পাহাড় কন্যা
হয় নাকো অনন্যা।।

প্রকৃতি

প্রকৃতির কোলে সারা পৃথিবী
এলিয়ে দিয়েছে তার জীবন
কোনও পরিকল্পনার বেষ্টনীতে
তিনি আবদ্ধ থাকেন না,
আর থাকবেনও না।

তিনি তো চলেন নিজের গতিতে
এটা যে তার নিজস্ব জগৎ
সারা পৃথিবীর বেশির ভাগটাই
প্রকৃতির আঁচল?
অধিকার একার।

আকাশ-বাতাস-নদ-নদী
সমুদ্র-পাহাড়-তুষার
বনজঙ্গল-অরণ্য-মরু
সব-সবটাই তার।
সে যে হার না মানা হার।

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা
কত বড় আকাশ
একেবারে সাজানো-গোছানো
অপরূপা মেঘ-মল্লার
সুন্দর সাজানো ঝংকার।

কখনও বা অবিন্যস্ত
অশান্ত-উত্তাল-ভয়াল
ঝড়-জল-ঝঞ্ঝা-সুনামি-আইলা
বিধ্বস্ত আমরা সবাই
ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও!

কখনও বা চাতক পাখির
একটু তৃষ্ণার্ত-কণ্ঠ
চায় এক ফোঁটা জল
পাওয়া যায় না জল
তৃষাতে সব আকণ্ঠ।।

আর কখনও বা জলে থই থই
আকাশ থেকে পাতাল
কত জল-কত বড় জলাধার।
তা তৈরি করতে কোনও অর্থ লাগে না।
কোনও টেন্ডার ডাকতে হয় না
কোনও দুর্নীতি? না নেই।
সময়ও লাগে না।

হঠাৎ করে আবির্ভাব
অনেক অনেক বারিধারা।
এই জলাধার-এর মালিকানা কার?
তোমার? না আমার?
শুধু 'প্রকৃতি' মা-র।।

কখনও কখনও ভাবি
চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র
ওদের ঠিকানা কী কী?
শৃঙ্খলা মেনে চলে
দিনে সূর্য রাতে চন্দ্র।
আকাশের সংসার—
মালিকানা কার?
আমেরিকা না রাশিয়ার?
অথবা তোমার-আমার
না! 'প্রকৃতি' মা-র।।

ওখানে ভাষণ? নেই
জমি দখল? নেই
ওখানে মারপিট? নেই
ওখানে নির্বাচন? নেই
ওখানে অস্ত্র? নেই
প্রকৃতি মায়ের আঁচলে
গণতন্ত্র আছে? আছে।
দুর্ভোগ সবার? আছে।
প্রকৃতির আশীর্বাদ সবার? আছে।
ওখানে অধিকার সবার? এক।

তবে -- প্রকৃতির পথ এখনও নিজস্ব
কারও নিয়ন্ত্রণে নেই।
সারা পৃথিবীকে সম্পদ দেয়
আশীর্বাদ দেয়। সবুজদের
নিঃশ্বাস দেয়। বিশ্বাস দেয়।
ওদের দুর্নীতি নেই।

দেয় না চিরতরে নিয়ন্ত্রণ
দেয় না করতে শোষণ
দেয় না জোর করে দখলের প্রহসন
নিজের গতিতে নিজে আপন
দেয় না নিজের অধিকার
অথবা দুঃশাসন।

দাও

ফিরিয়ে দাও
মনের শান্তি
ফিরিয়ে দাও গো প্রাণ
ফিরিয়ে দাও মা
জমির ফসল
ফেরাও সবুজ ধান।

ফিরিয়ে দাও
সিঁথির সিঁদুর
ফিরিয়ে দাও সন্তান
ফিরিয়ে দাও
গ্রামের শান্তি
ফেরাও জীবনের গান।

ফিরিয়ে দাও
কাঁসাই নদী
ফেরাও আপনজন
ফিরিয়ে দাও
মাটির কুটির
ফেরাও মায়ের প্রাণ।

ফিরিয়ে দাও
পরান বীণায়
গৃহবধূর সম্মান
বাঁচতে দাও
ফিরিয়ে দাও
বেঁচে থাকার গান।।

প্রকৃতি - মা

ও বাতাস তোমার দোলায়
ফুলের পাপড়িগুলো মেলে দাও।
ও আকাশ তোমার মুক্তিতে
আমায় ভেসে থাকতে দাও।
ও চন্দ্র তোমার আলোতে
দুর্বলকে আলোকিত করে দাও।
ও সূর্য তোমার তেজস্বীতায়
শারীরিক দুর্বলদের সুস্থ করে দাও।
ও মেঘ তোমার আঁধার মেঘে
নিষ্ঠুর দানবদের ঢেকে দাও।
ও বর্ষা তোমার প্লাবনে
দীন ও দীনতাকে মুছিয়ে দাও।
ও গ্রহ-তারা পৃথিবীকে মনুষ্যত্ব দাও।
ও পৃথিবী আমাদের আরও সবুজ দাও।।

মাটিতে এত রক্ত কেন?

আকাশ কেন লাল?
রক্তচক্ষুর থেকেও রক্ত আকাশ
এ কোন ঘনঘটার কাল?

মাটির রক্ত শুকিয়ে গেলো
শুকিয়ে গেল রাস্তা
সবুজ ক্ষেতেও রক্তের ফোঁটা,
ধানের গোলা কাঁদে
সব্জিগুলোও অকালে ঝড়ে
অসময়ে কেন মৃত্যু কাঁদে?

মাটিগুলো কেমন তাকিয়ে থাকে
শুধু বিচারের আশায় --
ওদের প্রাণের আর্তনাদ
আমাদের কি কখনও ভাবায়?

পুকুরের জল স্তব্ধ কেন?
তপ্ত কেন ডাঙা?
ক্ষেতের লাঙ্গল দাঁড়িয়ে থাকে
তবু সন্ত্রাস কেন হার মানে না?

এত রক্ত, এত খুন?
কেন এত মৃত্যুমিছিল?
কেন ঘরে ঘরে শব?
জঙ্গল কাঁদে, পাহাড় কাঁদে
ধ্বংস কংস রব!

ছিল তো মোদের সব কিছু ঘরে
সব সাজানো বাগান --
আজ কেন তবে এত অশান্তি?
কেন এত ফরমান?

ছিলো একদিন আমাদের স্বপ্ন
দুর্গমকে করার জয় --
আজ কেন সব ফুরিয়ে গেলো
কেন শুধু মৃত্যু ভয়?

সবই ছিলো, সবই আছো --
মাঝখানে এলো ভোমরা
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে
কেন হলো "আমরা, তোমরা" ?

বিষণ্ণ বদন, বিষণ্ণ চিত্ত
বিষণ্ণ ভারি পথ
রক্তে রক্তে রাঙা হয়ে গেলো
মাটির চেনা পথ!

কেন এত মাটিতে রক্ত?
কেন মা আকাশ লাল?
মুক্তি দাও -- শান্তি দাও --
দাও স্বস্তির সকাল !

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছ ভালো?।